ভগবান্ সনৎকুমার যে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক যোগ (উপায়) উপদেশ করিয়াছিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথুমহারাজ সেই উপায় দ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিয়াছিলেন। ভগবদ্ধর্ম্মী সাধু পৃথুমহারাজ সর্ব্বদা শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে ভজন করিতে করিতে বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানে অনন্যাবিষয়া অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তিলাভ করিয়াছেন। ইতি শ্লোকার্থ॥ ব্যাখ্যা সুস্পষ্টই আছে বলিয়া শ্রীগোস্বামীপাদ আর স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিলেন না। ৪॥২৩॥৯৯—১০। শ্রীমৈত্রের শ্রীবিদুরকে বলিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

শ্রীরুদ্রগীতেঽপি—ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ। স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ॥ ইত্যুক্ত্বাহ—তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম। পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্॥ ৫০ ॥

শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণকে বলিলেন—হে নৃপনন্দনগণ! তোমরা শ্রীভগবানে অর্পিতচিত্ত হইয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ ইহাই জপ কর, তোমাদের মঙ্গল হউক। সর্ব্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মা সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) পূজা কর, কীর্ত্তন কর ও ধ্যান কর।

অথ তমেব পূজয়ধ্বং নতু স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাগ্রহাদিকমপি কুরুধ্বমিত্যেবকারার্থঃ। আত্মস্থং স্বান্তর্য্যামিত্বেন স্থিতং তদ্বদপরেষ্বপিভূতেষ্ববস্থিতমাত্মানং গৃণন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তশ্চেত্যন্যত্র মনোবচোব্যাপারোঽপি নিষিদ্ধঃ। অসকৃদিত্যেকস্যাং পূজায়াং সমাপ্যমানায়ামেবান্যায়ব্ধব্যা ন তু কর্ম্মাদ্যাগ্রহেণ বিচ্ছেদঃ কর্ত্তব্যইত্যর্থঃ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসঃ॥ ৫০ ॥

অনন্তর তাঁহাকেই পূজা কর, কিন্তু স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহ করিও না। শ্লোকস্থ "তমেব" এই এবকারটির অর্থ এই বুঝিতে হইবে। "আত্মস্থং" সেই হরি যেমন তোমাদের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, তেমনি অপর ভূতসমূহেও অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। "আত্মা" শ্রীহরিকে কীর্ত্তন করিতে করিতে, অন্যত্র মন এবং বাক্যের ব্যাপার রহিত হও। শ্লোকে "অসকৃৎ" এই অব্যয় শব্দটি উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝান হইয়াছে। একটি পূজা শেষ হইতেই আর একটি পূজা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান আগ্রহ করিয়া বিচ্ছেদ দেওয়া উচিত নয়। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—কোনও একটু সময়েও ভক্তি-অনুষ্ঠানশূন্য হইয়া থাকিবে না। ৪।২৪।৬৯—৭০। শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন॥ ৫০ ॥

এতদেব শ্রীনারদেনাপি স্ফুটীকরিষ্যতে অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যথাহ—

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনোবচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতেহরিরীশ্বরঃ॥